পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সংক্রান্ত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিরাজমান পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতির কয়েক দফা সংলাপের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি ৪ (চার) খণ্ডে বিভক্ত। ক খণ্ডে ৪ (চার) টি, খ খণ্ডে ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি, গ খণ্ডে ১৪ (চৌদ্দ)টি এবং ঘ খণ্ডে ১৯ (উনিশ)টি সর্বমোট ৭২ (বাহাত্তর) টি ধারা রয়েছে।

ইহার অধিকাংশ ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে ক (২), খ (৩৪), গ (১১) এবং ঘ (৪) ধারাসমূহ আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। খ (২৪)(ক) উপধারা, ঘ (২), ঘ(৩), ঘ(৬)(খ) উপধারা এবং ঘ (৮) ধারাসমূহ বাস্তবায়িত হয়নি। ক (৪), খ (৩৪), ঘ(৯), ঘ(১০), ঘ(১৪), ঘ (১৬) (ঘ, ঙ ও চ) উপধারা, ঘ (১৭)(খ), উপধারা ঘ(১৮), ঘ (১৯) এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই চুক্তির ফলশ্রুতি স্বরুপ ১৫-০৭-১৯৯৮ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সৃষ্টি হয়েছে।

নিম্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারা অনুযায়ী বিবৃত করা হলো:

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
ক. ১	উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করে এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।	স্বীকৃত
ক. ২	উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র এর বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলি, রীতি সমূহ প্রনয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে।	তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ পার্বত্য চুক্তির ধারা মতে পরিবর্তিত করে জারি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এবং ভূমিকমিশন আইন ২০০১ জারি করা হয়েছে।
ক. ৩	এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে : (ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য আহ্বায়ক (খ) এ চুক্তির আওতায় গঠিত টাক্সফোর্সের চেয়ারম্যান সদস্য (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি সদস্য	২৫-০৫-২০০৯ তারিখে জারীয় সংসদের মাননীয় উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে আহবায়ক করে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
ক. ৪	এই চুক্তি উভয় পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হতে বলবৎ হবে। বলবৎ হবার তারিখ হতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হতে সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।	পর্যায়ক্রমে চুক্তি অনুযায়ী কাজ চলছে।
খ.	উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়েছেনঃ-	সংশ্লিষ্ট ধারা গুলো সংযোজন করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ জারি করা হয়েছে।
খ.১	পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকবে।	বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
খ.২	''পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ"এর নাম সংশোধন করে তৎপরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ"নামে অভিহিত হবে।	পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সমূহ সংশোধন করে ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নামকরণ করা হয়েছে।

খ.৩	‘‘অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা” বলতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারনতঃ বসবাস করেন তাকে বুঝাবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.৪	(ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকবে এসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হবে। (খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকবে। (গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত “ডেপুটি কমিশনার” এবং “ ডেপুটি কমিশনারের” শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে “সার্কেল চীফ” এবং “সার্কেল চীফের” শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে। (ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হবে-“কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কি না এবং হলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না”।	জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। ঐ প্রচলিত বিধিমতে জেলা প্রশাসকগন স্থায়ী বাসিন্দা সনদ প্রদান অব্যাহত রেখেছেন।
খ.৫	৭ নম্বর ধারায় বর্নিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁর কার্যভার গ্রহনের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষনা করবে। ইহা সংশোধন করে “চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার” এর পরিবর্তে “হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি” কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষনা করবেন-অংশটুকু সন্নিবেশ করা হবে।	জেলা পরিষদ আইন সংশোধন হলেও জেলা পরিষদ সমুহের নির্বাচন না হওয়ায় বিধান কার্যকর হয়নি।
খ.৬	৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত “চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট” শব্দগুলির পরিবর্তে “নির্বাচন বিধি অনুসারে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.৭	১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত “তিন বৎসর” শব্দগুলোর পরিবর্তে “পাঁচ বৎসর” শব্দগুলোর প্রতিস্থাপন করা হবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.৮	১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারনে শুন্য হলে বা তার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিধান থাকবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.৯	বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নলিখিত বাক্যগুলো দ্বারা প্রতিস্হাপিত হবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবেন যদি তিনি(১) বাংলাদেশের নাগরিক হন ;(২) তার বয়স ১৮ বৎসরেরর কম না হয়;(৩)কোন উপযুক্ত আদালত তাকে মানসিকভাবে অসুস্হ ঘোষনা না করে থাকেন (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্হায়ী বাসিন্দা হন।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। ভূমিকমিশন এখনও পর্যন্ত পার্বত্য জেলায় ভূমি মালিকানা নিশ্চিত করতে পারেনি বিধায় পার্বত্য জেলার স্হায়ী বাসিন্দা নির্ধারন হয়নি। এছাড়াও পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য পৃথক ভোটার তালিকা করা যাবে কি-না সে বিষয়ে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এর্টণী জেনারেলের মতামত চাওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকবার তাগাদা দেয়া সত্বেও মতামত পাওয়া

		যায়নি।

খ.১০	২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলো স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.১১	২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগন কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করবেন বলে বিধান থাকবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.১২	যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অর্ন্তভুক্ত নয়, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ"এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হবে। অনুরুপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হবে। একইভাবে বান্দরবন জেলা পরিষদের সভায় বোমং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করলে বা আমন্ত্রিত হলে পরিষদের সভায় যোগদান করতে পারবেন বলে বিধান রাখা হবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.১৩	৩১ নম্বর ধারার উপ-ধার (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বলে বিধান থাকবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে তিন জেলা পরিষদে তিন জন অ-উপজাতীয় কর্মকর্তা মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।
খ.১৪	(ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে পারবে বলে বিধান থাকবে। (খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করো নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে"। (গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং এ সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে বলে বিধান থাকবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তিন জেলা পরিষদের প্রবিধানমালার প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে।
খ.১৫	৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হবে বলে উল্লেখ থাকবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.১৬	৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.১৭	(ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকবে। (খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হবে বলে উল্লেখিত হবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।

খ.১৮	৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ উপ-ধারা প্রণয়ন করা হবে ঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.১৯	৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হবে ঃ পরিষদ সরকার হতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবাযন করবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম জেলা পরিষদের মাধ্যমে না হয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্হানীয় স্ব স্ব অফিসের মাধ্যমে হয়ে থাকে।
খ.২০	৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.২১	৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলো বাতিল করে তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ এ আইনের উদ্দেশ্যের সাথে পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনে নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করতে পারবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এরুপ প্রমাণ লাভ করে থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিসদের নিকট হতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাইতে পারবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.২২	৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হলে" শব্দগুলো বাতিল করে তদপরিবর্তে "এ আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.২৩	৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ. ২৪	(ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করে নিম্মোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হবে ঃ বলবৎ অন্য কোন আইন যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদ্নিু স্তরে সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অধিকার বজায় রাখতে হবে। (খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্হিত ''আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলা বাতিল করে তৎপরিবর্তে '' যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্হাপন করা হবে।	পুলিশ বাহিনীতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে উপ-জাতীয় প্রার্থীদের উচচতার বিষয়টি শিথিল করার জন্য গত ০৯/৯/২০০৯ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
খ.২৫	৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলো বলবৎ থাকবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.২৬	৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারাটি প্রণয়ন করা হবে। (ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যাতীত জমি বন্দোবস্তী আপাততঃ বন্ধ রয়েছে।

	কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বনুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারাখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত জমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। (খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না। (গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। (ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে।	
খ.২৭	৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকবে এবং জেলার আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে বিধানের প্রয়োগ হয়নি।
খ.২৮	৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ, নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.২৯	৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ উপ-ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পরিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুর্নবিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করবার বিশেষ অধিকার থাকবে।	এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য গত ২৫/২/২০১০ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০১/০৬/২০১০ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে।
খ.৩০	(ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্হিত ''সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে'' শব্দগুলো বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্হিত ''করতে পারবে'' এ শব্দগুলোর পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষন করে তা হলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করতে পারবে। (খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লিখিত ''পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যান ক্ষমতা অর্পণ''-এই শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.৩১	৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।

খ.৩২	৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হবার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করতে পারবে এবং সরকার এ আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ.৩৩	(ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর ''শৃংখলা'' শব্দটির পরে ''তত্বাবধান'' শব্দটি সন্নিবেশ করা হবে। (খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ সংযোজন করা হবেঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা। (গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারার ''সংরক্ষিত বা'' শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
খ. ৩৪	পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হবে: ক. ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; খ. পুলিশ (স্থানীয়); গ. উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার; ঘ. যুব কল্যাণ; ঙ. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; চ. স্থানীয় পর্যটন; ছ. পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; জ. স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান; ঝ. কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠ ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা; ঞ. জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; ট. মহাজনী কারবার; ঠ. জুম চাষ।	আংশিক বাস্তবায়িত। ২১টি বিষয়ে জেলা পরিষদে হস্তান্তর হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। ৪টি বিষয় হস্তান্তরের কার্য্যক্রম চলমান রয়েছে । ক. প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (রাঙ্গামাটি), খ. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তর, গ. প্রজেক্ট অফিসারের দপ্তর (মাধ্যমিক শিক্ষা), ঘ. ভকেশনাল (কারিগরি বৃত্তিমূলক)ইন্সটিটিউ উক্ত ৪টি বিষয়ের বর্তমান অবস্হা নিম্নরূপঃ প্রাথমিক ওগণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ০৪/১/২০১০ তারিখে অত্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে যে, প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিডট, রাংগামাটির বিষয়াদি, জনবল ও পরিসম্পদ রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ব্যবস্হাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তরের বিষয়ে কিছু কাগজপত্র/তথ্যাদি চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট পত্র দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়ার পর অত্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। এছাড়া জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তর, প্রজেক্ট অফিসারের দপ্তর(মাধ্যমিক শিক্ষা), ভোকেশনাল (কারিগরি বৃত্তিমূলক) ইনস্টিটিউট এর দপ্তর হস্তান্তরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য গত ১১/১/২০১০ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। যার জবাব এখনও পাওয়া যায়নি।

খ.৩৫	দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হবেঃ (ক) অযান্ত্রিক যানবাহন রেজিষ্ট্রেশন ফি ; (খ) পণ্য ক্রয়-ক্রিয়ের উপর কর; (গ) ভূমি ও দালান কোঠার উপর হোল্ডিং কর; (ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর; (ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস; (চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর; (ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ; (জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর; (ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিস্কর্ষণের উদেশ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞ্য পত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালিটির অংশ বিশেষ; (ঞ) ব্যবসার উপর কর ; (ট) লটারীর উপর কর; (ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর;	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
গ. ১.	পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী কার্যকর করার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন,১৯৮৯ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে।
গ. ২	পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগনের দ্বারা পরোক্ষভাবে এ পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন যার পদমর্যাদা হবে একজন প্রতিমন্ত্রির সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন।	এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পত্র দেয়া হলে উক্ত বিভাগ জানিয়েছে যে, ১৯৮৯ সালে ৩টি পার্বত্য জেলার স্হানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচিত ৩ জন চেয়ারম্যানকে স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন নাম উল্লেখপূর্বক উপমন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণের কার্যকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগকৃত ব্যক্তিবর্গকে উপমন্ত্রী বা অন্য কোন পদমর্যাদা প্রদান করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে প্রস্তাব উথাপিত হলেও সরকার কর্তৃক অদ্যাবধি নতুন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। বিষয়টি গত ২৫/৬/২০১০ তারিখে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, তিন পার্বত্য জেলার পুলিশ সুপারকে অবহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তিন পার্বত্য জেলায় এখনও কোন চেয়ারম্যান নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হননি এবং জনগণের মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারাই তিন পরিষদের কার্যক্রম চলছে।

গ.৩	চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২(বাইশ) জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত হবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে। পরিষদের গঠন নিম্নরুপ হবেঃ চেয়ারম্যান- ১ জন সদস্য উপজাতীয় পুরুষ- ১২ জন সদস্য উপজাতীয় মহিলা - ২ জন সদস্য অ-উপজাতীয় পুরুষ- ৬ জন সদস্য অ-উপজাতীয় মহিলা- ১ জন উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হবেন চাকমা উপজাতি হতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হতে , ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হতে, ১ জন মুরং ও তনচৈংগ্যা উপজাতি হতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী চাক ও খিয়াং উপজাতি হতে। অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হতে প্রত্যেক জেলা হতে ২ জন করে নির্বাচিত হবেন। উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হতে ১ জন নির্বাচিত হবেন।	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
গ.৪	পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩(তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। এক তৃতীয়াংশ অ-উপজাতীয় হবে।	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
গ.৫	পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরুপ হবে।	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
গ.৬	পরিষদের মেয়াদ ৫(পাঁচ) বৎসর হবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরুপ হবে।	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
গ.৭	পরিষদে সরকারের যুগ্মসচিব সমতূল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন এবং এ পদে নিযুক্তির জনা উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধিমতে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন।
গ.৮	(ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তা হলে অন্তর্বতীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। (খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হযঅ. তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হবে।	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
গ.৯	(ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচাবিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে কিংবা অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

	চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে। (খ) এ পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। (গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। (ঘ)পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করতে পারবে। (ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে। (চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে।	
গ. ১০	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রাদান করবেন ।	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান করতে পারে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে উপজাতীয়কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
গ. ১১	১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিস্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শে ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হবে।	আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট অসংগতি পর্যায়ক্রমে দূর করা হচ্ছে।
গ.১২	পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারেন।	পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পর গঠিত আঞ্চলিক পরিষদ এখনো কার্যকর রয়েছে।
গ.১৩	সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রনয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও এর পরামর্শক্রমে আইন প্রনয়ন করবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগনের কল্যাণের পথে বিরুপ ফল হতে পারে এরুপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রনয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করতে পারবেন।	এই প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
গ.১৪	নিম্নোক্ত উৎস হতে পরিষদের তহবিল গঠন করা হবেঃ (ক) জেলা পরিষদের তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ; (খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা; (গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান; (ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; (ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে মনাফা; (চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ; (ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।	বর্তমানে সরকারের থোক ও অর্থ দ্বারা আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল গঠিত। অন্যান্য উৎস হতে আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল গঠন করতে হবে।
ঘ. ১	ভারত প্রত্যাগত ও তিন পার্বত্য জেলার আভ্যান্তরীণ উদ্বাস্তুদের নিদিষ্ট করণের লক্ষ্যে একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।	জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, মাননীয় সংসদ সদস্য, খাগড়াছড়ি-২৯৮কে ২৩-০৩-০৯ তারিখে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। টাস্ক ফোর্স পুর্নগঠন চূড়ান্ত হয়েছে। ১২,২২৩ জন ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের অধিকাংশ পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। তবে এখনো বেশ কিছু পরিবার ভূমি ফেরত পাননি।

ঘ. ২	সরকার ও জনসংহতির সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন ও এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যান্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্ট্রগ্রমে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগনের ভূমি মলিকানা চুড়ান্ত করে তাদের ভূমি রেকর্ড ভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করবেন।	ভূমি জরিপ কাজ এখনো শুরু হয়নি।
ঘ. ৩	সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষ বন্দোবস্ত দেয়া নিশ্চিত করবেন যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তা হলে সে ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হবে।	জমি বন্দেবস্তি বন্ধ থাকায় এখনো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।
ঘ. ৪	জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত জমি ও পাহারের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণে পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনে থাকবে। এ কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবেনা এবং এ কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হবে। ফ্রীজল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে।	১৯-০৭-২০০৯ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়োগকরা হয়েছে।
ঘ. ৫	এই কমিশন নিম্মোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হবে: ক. অবসারপাপ্ত বিচারপতি: খ. সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট): গ. আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/ প্রতিনিধি ঘ. বিভাগীয় কমিশনার/ অতিরিক্ত কমিশনার: ঙ. জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান:(সংশ্লিষ্ট)।	ভূমি কমিশন পুনঃগঠিত হয়েছে।
ঘ. ৬	ক. কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।	ইহা অনুসরণ করা হয়।
	খ. কমিশন পার্বত্য চট্ট্রগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিস্পত্তি করবেন।	ভূমি কমিশনের এখতিয়ারভূক্ত।
ঘ. ৭	যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে।	এখনো সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি।
ঘ. ৮	রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দঃ যেসকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্ল্যান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করে না বা জমি সঠিক ব্যবহার করে নাই সে সকল জমি বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।	অবাস্তবায়িত। তবে সংসদীয় স্হায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্তনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
ঘ. ৯	সরকার পার্বত্য চট্ট্রগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করবে। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবেন এবং সরকার এ উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করবেন সরকার এ অঞ্চলের পরিবেশ বিবেচনায় রেখে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের	বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ মন্ত্রণালয়ের এক সভায় বেসামরিক পর্যটন সচিব উপস্হিত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে পর্যটন কেন্দ্র স্হাপনের বিষয়ে তাঁর মন্ত্রণালয় হতে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন।

	জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাবেন।	
ঘ. ১০	কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃচাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ ছাত্রীর জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করবেন। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করবেন।	বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতি বৎসর ২০ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপজাতীয়দের জন্য সীট সংরক্ষণের ব্যবস্হা রয়েছে।
ঘ. ১১	উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করবেন।	সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলায় উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটগুলোতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অনুদান দেওয়া হয়।
ঘ. ১২	জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করবেন।	বাস্তবায়িত।
ঘ. ১৩	সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারন করবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সবরকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।	বাস্তবায়িত।
ঘ. ১৪	নির্ধরিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তার প্রতি ক্ষমা ঘোষনা করবেন। যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করে নিবেন।	মামলা প্রত্যাহার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
ঘ. ১৫	নিদিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।	প্রত্যেক সদস্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অস্ত্র জমা দিয়েছেন।
ঘ. ১৬	জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনের প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে। ক. জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হবে। খ. জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাকে ও মুক্তি দেয়া হবে। গ. অনুরুপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সাধরণ ক্ষমা প্রদর্শনের প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। প্রদান করা হয়েছে। মামলা প্রত্যাহার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাস্তবায়িত।

	পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারনে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাবে না। ঘ. জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে। ঙ. প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবার সদ্যস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল সংক্রান্তসরকারী নীতিমালা অনুসরন করা হবে। চ. জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমুলক কাজের সহায়তা জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। ছ. জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়া-শুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। এবং তাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলে গণ্য করা হবে।	 এখনো সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি। বাস্তবায়িত। তবে অনুপস্হিতিকালীন সময় কোয়ালিফায়িং সার্ভিস হিসেবে বিবেচনা করা, জৈষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন। বৈদেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সনদ বৈধ বলে গন্য করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পড়া-শুনা সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি চলমান রয়েছে।
ঘ. ১৭	ক. সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলার সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্রগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারন করা হবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনা বাহিনীকে নিয়োগ করা যাবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযত কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে পারবেন। খ. সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হবে।	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বাস্তবায়িত। এ পর্যন্ত ২৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। বর্তমানে আরো ৪টি ক্যাম্প বন্ধের কার্যক্রম চলছে। তন্মধ্যে ২টি ক্যাম্প সেনাবাহিনীর ও ২টি বিডিআর (সূত্র মেজর হাবিব, সেনাসদর, ঢাকা)। তবে জায়গা-জমি হস্তান্তরের বিষয়টি অনিস্পন্ন রয়েছে।
ঘ. ১৮	পার্বত্য চট্রগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্রগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্রগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

	না থাকলে সরকার হতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাবে।	
ঘ. ১৯	উপজাতীয়দের মধ্যে হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি করা হবে।	চুক্তি অনুযায়ী পূর্ণমন্ত্রী এখনও নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। একজন উপজাতীয় প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করার জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে।